চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী

চিনিকলের নাম :-

- রংপুর সুগার মিলস্ লি:।

অবস্থান :-

- পো: মহিমাগঞ্জ, উপজেলা :- গোবিন্দগঞ্জ, জেলা:- গাইবান্ধা, বিভাগ:- রংপুর।

প্রতিষ্ঠাকাল :-

- ১৯৫৪-১৯৫৭ খ্রি:।

চিনিকল ও প্রতিষ্ঠান এলাকার ছবি (সকল যন্ত্রপাতির ছবিসহ)।

Steam Engine-1

Steam Engine-2

Rotary Vaccuam Filter

Power turbine+Main Panel Board

Mill House　　　　　　　　　　　　　　　　Centrifugal Station

Boiling House　　　　　　　　　　　　　　　　Boiler

ব্যাগাস ইয়ার্ড

খোলা বাজারে চিনি বিক্রয়

কল এলাকার মোট আয়তন কত?

- ৩৫.০০ একর

মোট চাষের জমির পরিমাণ কত?

- ১০০০০.০০ একর।

চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কি কি (ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট, ইত্যাদি)?:-

<u>চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো নিম্নে:-</u>

- হোলসেল ডিলার খাত;

- থানা/জেলা ডিলার খাত;
- ইপিএইচ (স্বয়ংক্রিয় খাত);
- ইপিএইচ (সাধারণ/ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান খাত);
- ইক্ষু চাষী খাত;
- শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদের রেশন খাত;
- ফ্রিসেল খাত (বস্তা/প্যাকেট খাত)।
- সরকারী খাত;

আখ চাষ চিনি উৎপাদন ও বিপণন

চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনাসমূহ কি কি?

কারখানার সমস্যাসমূহ:-

- কারখানাটি একদিকে যেমন পুরাতন অপরদিকে এর ডিজাইন ও সেকেলে। বেশীরভাগ মূল যন্ত্রপাতি সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে। ফলে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঝুকি রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় বেশী। এবং উৎপাদনশীলতা অনেক কম ।

উত্তরণের উপায়ঃ-

১)আধুনিক কারখানা স্থাপন

২)কারখানা পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবলে ব্যবস্থা করা ।

৩)মানসম্পন্ন জনবল নিয়োজনে পলিসি নির্ধারন ও বাসত্মবায়ন ।

৪)নিয়মিত সঠিক কারিকুলামের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ।

৫)কারখানার জনবল পরিচালায় , ইক্ষু ফিডিং,ব্যাগাছ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এক্ষেত্রে দক্ষতা শৃংখলা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।

চিনিকলের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল? আর কি কি করণীয়:-

উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ:

ক) পর্যাপ্ত কাচামালের অভাব

খ) অতি পুরাতন যন্ত্রপাতি হওয়ায় বিশেষ করে ষ্টীম ইঞ্জিন চালিত মিল হাউজ এর পারফরমেন্স কমে যাওয়ায় জুস এক্সট্রাকশন কম হওয়া, ইভাপরেটর বডি ও প্যানের আয়ুস্কাল কমে যাওয়া, একটি টারবাইন নষ্ট সহ অন্য দুইটির কার্যক্ষম কমে যাওয়ায় ।

গ) নিচু ও চর এলকায় আখের আবাদ করা ।

ঘ) যে সব জাতের আবাদ করা হয় তার মধ্যে চিনির % কম থাকা ।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে সকল উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল:-

- উন্নত জাতের আখের আবাদ করা হয়।
- নুতন একটি পাওয়ার টারবাইন সংগ্রহের কাজ চলমান আছে।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও ডগামুক্ত আখ কারখানায় সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।
- শ্রমিক কর্মচারীদের এনপিও এর মাধ্যমে প্রডাকটিভিটি বৃদ্ধিকল্পে ট্রেনিং প্রোগ্রাম করা হয়েছিল।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় :-

- অতি পুরাতন মেশিনারী পরিবর্তন করে আধুনিক মেশিনারীজ বসানো।
- দক্ষ জনবল তৈরী করণ।
- উন্নত জাতের রোগ ও পোকা মূক্ত আখের জাতের চাষ করা।
- আখের মূল্যের সাথে চিনির মূল্যেও সামঞ্জস্য রাখা।
- আখের মূল্য আরো বৃদ্ধি করা।

স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল? আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

- আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য আখ চাষী ভাইদের সাথে চাষী যোগাযোগ, চাষী মিটিং, সন্ধ্যা কালীন চাষী মিটিং, উঠান বৈঠক, চাষী সমাবেশ এবং খামার দিবস সহ অন্যান্য সম্প্রসারণ মূলক কর্মসূচী গ্রহন করে চাষী ভাইদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- কাংক্ষিত পরিমান আখের মূল্য বৃদ্ধি করে আখ চাষকে লাভজনক করা হয়েছে।
- আখ চাষকে অধিক লাভজনক ও ফলন বৃদ্ধির জন্য রোপা আখ চাষ এবং পদ্ধতিগত মুড়ি আখ চাষে ভর্তুকি প্রদান করা হয়
- রোগ ও পোকাদমন কর্মসূচী গ্রহন করে আখ ক্ষেতকে রোগমুক্ত রেখে আখের ফলন বাড়িয়ে আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- চাষী ভাইদের মঝে উন্নতমানের ভেজাল মুক্ত সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হয়।
- পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যায়িত বীজ প্রদান করে আখের ফলন বাড়ানো হয়।
- ই -পুর্জি, ই-গেজেট এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধ করে চাষী হয়রানি কমিয়ে আনা হয়।

- আখ চাষীদের মাঝে মাসিক ইক্ষু সমাচার পত্রিকা বিরতণ করে এই সময়ে আখ ক্ষেতে করনিয় কাজের নির্দেশনা প্রদান করে আখের একর প্রতি ফলন বাড়ানো হয়।
- বিভিন্ন সময় পোষ্টার লিফলেট এবং মাইকিং এর মাধ্যমে আখ চাষীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে আখের পরিচর্যার উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- ডিজিটাল ওজন যন্ত্রের মাধ্যমে আখ ওজনের ব্যবস্থা গ্রহন করে ওজনের কারচুপি রোধ করে চাষী ভাইদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- অত্র মিলের মিলজোন এলাকায় প্রবাহমান করতোয়া ও যমুনা নদীর বিস্তীর্ন চর এলাকায় অব্যবহারিত জমিগুলোকে আখ আবাদের আওতায় এনে আখ আবাদ বৃদ্ধি সহ জাতীয় অর্থনিতিতে ভূমিকা রাখা হয়েছে।
- উন্নত প্রযুক্তির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করে শিক্ষাসফরের মাধ্যমে অন্য এলাকার অনবিজ্ঞ চাষী ভাইদেরকে পরিদর্শন করায়ে প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়।
- অত্র মিলের মিল গেট এ সাবজোনের ৪টি ইউনিটের বাঙ্গালী নদীর অপরপার হতে উৎপাদিত আখ মিল খরচে খেয়াঘাট স্থাপন করে আখ পারাপারে ব্যবস্থা করায় আখ চাষ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আখের সাথে বিভিন্ন সাথী ফসল যেমন আলু, মুলা, মশুর ডাল, মাশকলাই, শাকসবজি, মিষ্টি আলু এবং সরিষা আবাদ করে আখ চাষকে লাভজনক করা হয়।

<u>আখ চাষ বৃদ্ধিতে নিম্নেবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:-</u>

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে আখ ক্রয়ের সাথে সাথে আখের মূল্য সময়মত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
- অন্যান্য ফসলের সাথে সমন্বয় রেখে আখের মূল্য বৃদ্ধি করে কমপক্ষে মণ প্রতি ১৫০/- টাকা নির্ধারন করা।
- রোপা আখ চাষ এবং পদ্ধতিগত মুড়ি আখ চাষে যেমন ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে আগাম আখ চাষেও ভর্তুকি প্রদান প্রথা চালু করা প্রয়োজন ।
- জনবলের অভাবে উন্নত জাতের পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে বিতরন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। কাজেই জরুরী ভিত্তিতে সদর দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করে আলাদা প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে উন্নতমানের পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- ইক্ষু গবেষণাগারে গবেষনার মাধ্যমে খাটো ও মোটা জাতের উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাত উদ্ভাবন করতে হবে।
- করতোয়া এবং যমুনার চরাঞ্চলে আবাদকৃত আখ পরিবহনের জন্য রাস্তা না থাকায় আখ পরিবহনে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বিধায় সরকারী প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে আখ পরিবহনের রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন করা প্রয়োজন।
- পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আখ উৎপাদনের পাশাপাশি এদেশেও সুগারবিট ফসল চাষ এবং উহা হতে চিনি উৎপাদন প্রকল্প গ্রহন করতে হবে।
- সরকারী কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের ন্যায় চিনিকল এলাকায় স্থাপিত প্রদর্শনী প্লট গুলোতে সার ও বীজ এবং কীটনাশক বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন ।
- চিনিকলে কর্মরত কৃষিবিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কৃষি মন্ত্রনালয়ের রাজস্ব খাতে অর্ন্তভুক্ত করে তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্প্রসারন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করলে আখ চাষ বৃদ্ধিতে প্রভাব পড়বে।
- চিনিকলে কৃষি বিভাগের সম্প্রসারন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।

ইক্ষুক্ষেত হতে চিনিকলসমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের? এ বিষয়ে চিনিকলের পক্ষহতে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?:-

- রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ।
- রংপুর চিনিকলের ইক্ষুজোন এলাকার বেশিরভাগ কেন্দ্রসমূহ ঘাঘট, বাঙ্গালী, করতোয়া এবং ব্রক্ষ্মপুত্র নদী সমূহের পাড়ে অবস্থিত বিধায়, আখ পরিবহনের রাস্তাসমূহ প্রতিবছর বন্যায় খারাপ হয়। প্রতি বছর রোড সেস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এবং স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সহায়তায় মেরামত করা হয়। অত্র মিলের মিলসা গেটবি সাবজোনের জুমারবাড়ী কেন্দ্রের বালিয়াডাঙ্গী এলাকার পাঁকা রাস্তা হতে মহব্বতের পাড়া পর্যন্ত ২.০০ কি: মি: কাচা রাস্তা মেরামত এবং মহেষপাড়া পাঁকা রাস্তা হতে ভিখুনের পাড়া পর্যন্ত ১.৫০ কি: মি: পাঁকা রাস্তা তৈরীর প্রকল্প উক্ত এলাকার মাননীয় এমপি জনাব আ: মান্নান সাহেবের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন লোডিং সিষ্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবি সহ)?:-

- অত্র মিলের ৫২টি আখক্রয় কেন্দ্রের মধ্যে ৪১টি কেন্দ্রে ডিজিটাল ওজন যন্ত্র বসানো হয়। ১০টি কেন্দ্র হতে প্রাইভেট পরিবহনের মাধ্যমে ট্রাক দিয়ে এবং অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলো হতে মিলের ট্রাক/ট্রাক্টর/ট্রলী দিয়ে দ্রুত আখ পরিবহন করা হয়।

চিনি বিপণনে সমস্যাসমূহ কি কি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

- চিনিশিল্প করপোরেশন কর্তৃক উৎপাদিত চিনির তুলনায় আমদানীকৃত চিনির মূল্য কম থাকায় বিএসএফআইসি কর্তৃক উৎপাদিত চিনি বিক্রয়ে প্রতিবন্ধকতা।

- সারা বছর ফ্রিসেলে চিনি বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত না থাকা।
- যে সকল শর্তসাপেক্ষে প্রাইভেট চিনিকল স্থাপনের ও চিনি বাজারজাত করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে তা পুরাপুরিভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা কঠোরভাবে মনিটরিং করার ব্যবস্থা না থাকা।
- সকল সুগার মিলের উৎপাদিত চিনি সহ দেশে যে পরিমান চিনির প্রয়োজন তার অতিরিক্ত চিনি আমদানী না করা।
- প্রত্যেক মাসে ডিলার খাতে চিনি বরাদ্দ দেয়া এবং চিনি উত্তোলন না করলে পেনাল্টির (জরিমানা) বিধান কার্যকর রাখা
- প্রয়োজনবোধে জামানত বাজেয়াপ্তসহ ডিলারশিপ বাতিল করার বিধান চালু রাখা।

এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় :-

- চিনি আমদানী ও রপ্তানীর দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় সুগার করপোরশনের তত্বাবধানে করা যেতে পারে।
- চিনির বাজারমূল্য নির্ধারণে সুগার করপোরেশনকে সম্পৃক্ত রাখা।
- চিনির বাজারমূল্য সমতা রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে আমদানীকৃত চিনির উপর প্রয়োজনীয় পরিমান ট্যাক্স ইমপোজ আপরোপ করা।
- চিনি শিল্পের উৎপাদিত চিনিতে চিনির পাশাপাশি আমদানীকৃত চিনির গুনগতমান বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সাফল্য সহ বিস্তারিত বিবরণ :-

সাহেবগঞ্জ কৃষি খামারের তথ্য

- কৃষি খামারের মোট জমি : -১৮৩২.২৭ একর
- কৃষি খামারে চাষাবাদ যোগ্য জমি: -১৫০২.০০ একর
- ২০১৭-১৮ রোপন মৌসুমে আখ রোপনকৃত জমি : -১০১৩.০০ একর
- ২০১৮-১৯ রোপন মৌসুমে আখ রোপনকৃত লক্ষ্যমাত্রা : -১০০০.০০ একর
- খামারে মোট পুকুরের সংখ্যা: ২৬ টি
- মাছ চাষকৃত পুকুরের সংখ্যা: ১৬ টি
- পানি নেই পুকুরের সংখ্যা: ০৭ টি
- পুন:খনন যোগ্য পুকুরের সংখ্যা: ০৩ টি
- আখ আবাদ ও মাছ চাষের জন্য সেচ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত।
- বর্তমানে খামারে গভীর নলকূপ স্থাপনে জি-জি এর RDA বগুড়া মাধ্যমে ৭.৫ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়েনের ১৫টি গভীর নলকূপের মধ্যে ০৫টি স্থাপন করা হয়েছে।
- পুকুর ও আবাদী পতিত জমিতে শস্য শস্যবহুমূখীকরণ কার্যক্রম চলছে।
- লেবু চারা: -১০.০০০টি
- আমের চারা: -৫৫০ টি
- নারিকেলের চারা: -১০৫০ টি
- লিচু চারা: -১২০টি
- পেপে চারা: -৫০০ টি
- লাউ চারা: -০.৭৫
- মিষ্টি কুমড়া: -০.৪০টি
- সীম: -০.২০ টি
- সরিষা: -১০.০০ একর (সাথী ফসল)

চিনির বাইপ্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?

- যেসব বাই প্রডাক্ট উৎপন্ন হয় তার নামঃ- চিটাগুড়, প্রেসমাড ও ব্যাগাছ

- বিগত ১০ বছরের চিটাগুড়, প্রেসমাড, ব্যাগাছ উৎপাদনের হিসাব :-

ক্রমিক নং	মাড়াই মৌসুম	চিটাগুড় (মেঃ টন)	প্রেসমাড (মেঃ টন)	ব্যাগাছ (মেঃ টন)
০১	২০০৮-২০০৯	১৬৮১.৩০	১২৭২.১১	১৫২২০.৩১

০২	২০০৯-২০১০	৯৩৭.৫০	৭০৭.২২	৮৬১২.৫৫
০৩	২০১০-২০১১	২৩২১.৪০	১৭৯৯.৭৩	২১১০৮.১৮
০৪	২০১১-২০১২	১০৭২.৪২	৮২৮.১১	৯৮৬৭.৯৮
০৫	২০১২-২০১৩	১৮৫২.০০	১৪৭১.৩৭	১৭১৫২.৮৭
০৬	২০১৩-২০১৪	৩৫৫৭.০০	২৭৬০.৬৭	৩২১৯৩.০০
০৭	২০১৪-২০১৫	১৭০১.০০	১২৭৭.৫৩	১৫০৬৪.৪৯
০৮	২০১৫-২০১৬	৭৫৪.৪৮	৫৭২.২৩	৬৭৭৩.৬৫
০৯	২০১৬-২০১৭	১২৯৩.০০	৯৭৯.২৫	১১৫৪৩.০০
১০	২০১৭-২০১৮	১৭৯১.০০	১৩৬৫.৪১	১৬২১৫.৮৯

<u>বিগত ২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮ পর্যমত্ম মোট ১০ বৎসরের বাই প্রোডাক্ট (চিটাগুড়) বিক্রয়ের ও আয়ের পরিমান বিবরণ।</u>

_ক্রমিক নং	বৎসর	বিক্রিত চিটাগুড়ের পরিমাণ (মে: টন)	বিক্রয়লব্ধ অর্থ	গড় বিক্রয় (প্রতি মে:টন)	মন্তব্য
১	২০০৮-২০০৯	২৫৬৭.৩০	২,১২,৯২,৩৫৩/-	টা: =১০,২২১/- প্রতি মে:টন	
২	২০০৯-২০১০	৯০৬.২৫	৭১,৩৪,০০৩/-		
৩	২০১০-২০১১	৫০০.০০	৯২,০৩,১২১/-		
৪	২০১১-২০১২	৫৮৮.০০	৪২,৭৭,৮৩৫/-		
৫	২০১২-২০১৩	৪০৪২.০০	২,৭২,৪৪,৮৯১/-		
৬	২০১৩-২০১৪	১৫৯০.৫৭	১,০৯,৬১,২৮২/-		
৭	২০১৪-২০১৫	১৫০০.০০	১,০৫,৮৫,৯৫০/-		
৮	২০১৫-২০১৬	৫৬৪.৭৫	৬৬,১৭,৫৯৫/-		
৯	২০১৬-২০১৭	২০০০.০০	৩,৪৫,১৬,১৯৫/-		
১০	২০১৭-২০১৮	২৫০০.০০	৩,৯৪,৬৫,৮০৭/-		

মোট =১৬৭৫৮.৮৭ মে: টন টা: ১৭,১২,৯৯,০৩২/-

দক্ষ জনবল তৈরীতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কি কি?

- ইক্ষু উন্নয়ন সহকারীদের প্রতি বছর মিল পর্যায়ে এবং বিএসআরআই এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া শ্রমিক কর্মচারীদের স্থানীয়ভাবে মিল পর্যায়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এনপিও কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের দেশ বিদেশে আরো উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে?

- চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের নিয়োজিত ডাক্তারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
- কর্মকর্তাদের মাঠ পরিদর্শনের জন্য মিলের নিজস্ব যানবাহন ব্যবহৃত হয় কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাত্যহিক যাতায়াতে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই।
- মিলের কলোনীর বাসাবাড়ী গুলো অত্যন্ত পুরাতন হওয়ায় বসবাসের অযোগ্য।

চিনিকলে সিবিএর সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্যা কত?

- অত্র চিনিকলে সিবিএ সংখ্যা-০১ টি (শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন);
- সদস্য সংখ্যা-১১জন।

চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমান অর্থ রাজস্বখাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য):-

- চিনিকল হতে বছরওয়ারী রাজস্ব জমা হওয়ার বিবরণ:-

অর্থ বছর	বিভিন্ন বিল হতে কর্তনকৃত ভ্যাট	বিভিন্ন বিল হতে কর্তনকৃত অয়কর	মোলাসেস বিক্রয় হতে ভ্যাট কর্তন	মোলাসেস বিক্রয় হতে আয়কর কর্তন	পলিস্ন সড়ক নির্মান মুঞ্জর হতে ভ্যাট কর্তন	পলিস্ন সড়ক নিমন মুঞ্জরী হতে আয়কর কর্তন	মোট
২০০৮-২০০৯	২৫৯১৫৮০	১২৪৪১৩২	৩৭৫৪৪৮৬	৮৭৬৩০৪			৮৪৬৬৫০২
২০০৯-২০১০	১১৫৬১৯০	৪০৩০০০	১২৫৩১৪৩	৩৪৯৬৪১			৩১৬১৯৭৪
২০১০-২০১১	১৬৯০২১২	৯৪৬৮০৫	১৬৭৭০৩৮	৫১৫৩৭১	৭২৬৬৫	৩৬৩৩৩	৪৯৩৮৪২৪
২০১১-২০১২	১৪৯২৪৩১	৬৬১৮৮৪	১০৯৪১০০		৩২০৩৪	১৬০১৭	৩২৯৬৪৬৬
২০১২-২০১৩	১৩১০৪৭৫	৭৩১৫৮৭	৫৩৩৭৭২৮	১৩৭৭৭৯৬			৮৭৫৭৫৮৬

২০১৩-২০১৪	৩১৭৮৫৮৯	১৫৭৮৯২১	২০৮৩৩৮৯	৪২০৭৯৯	৯৪৩০৫	২২০৮৪	৭৩৭৮০৮৭
২০১৪-২০১৫	২৪৬৪২৫৯	৭৮৫২৮২	২০১২২৭৮	৫২৯২৯৪	৭১৬৫৭	২৩৪০৫	৫৮৮৬১৭৫
২০১৫-২০১৬	৪৪১৫৭৭০	১৮৪৭৫৬৯	১৪৪৮১০০	৭৭৪৮৮৬	৬৩৩৭৪	৩১৬৮৭	৮৫৮১৩৮৬
২০১৬-২০১৭	৫৪৫৫৫৩৬	২৬১২০৯	৬৫৫৮৪১৭	১৭২৫৮০৮	৮৫৫০	৪২৭৫	১৪০১৩৭৯৫
২০১৭-২০১৮	৫৫৬৩৫৫৩	২২৩১৮৭৪	৭৪৯৮৪৯৭	১৯৭৩২৮৭	৯৯৫৮৭	৪৯৭৯৬	১৭৪১৬৫৯৪
মোট	২৯৩১৮৫৯৫	১৩১১২২৬৩	৩২৭১৭১৭৬	৮৫৪৩১৮৬	৪৪২১৭২	১৮৩৫৯৭	৮৪৩১৬৯৮৯

চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্য :-

যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থাঃ-

* কারখানার বেশীরভাগ মূল যন্ত্রপাতি ১৯৫৬ সালে স্থাপিত।

ক) দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে এগুলোর

১.এফিশিয়েন্সি কমেছে

২.মেরামতের ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে

৩.রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেড়েছে

৪.যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে

৫.সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে

খ) পুরাতন ডিজাইন বিধায়-

১. এফিশিয়েন্সি কম

২. .রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেশি

৩.পরিচালনা ব্যয় বেশি

যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থার বিবরনঃ-

ক্রম	নাম	বর্তমান অবস্থা
০১	কেইন কেরিয়ার, নাইফ ১ ও ২, ফাইবারাইজার	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
০২	ষ্টীম ইঞ্জিন -১	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে ,মেরামতের ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে,রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেড়েছে,যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে ,পুরাতন ডিজাইন বিধায় রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় ও বেশি পরিচালনা ব্যয় বেশি
০৩	ষ্টীম ইঞ্জিন -২	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে,মেরামতের ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে,রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেড়েছে,যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে,সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে,পুরাতন ডিজাইন বিধায় রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেশি এবং পরিচালনা ব্যয় বেশি।
০৪	গভর্নর(ষ্টীম ইঞ্জিন)	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে সুষ্ঠু মেরাতের অযোগ্য হয়েছে
০৫	রিডাকশন গিয়ার ট্রেন	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে এফিশিয়েন্সি কমেছে মেরামতের ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে, রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেড়েছে,যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে
০৬	মিল হাইড্রলিক হেড	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে মেরামতের ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে, যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে
০৭	হেডষ্টক, মিল রোলার, পিনিয়ন, ইন্টারমেডিয়েট কেরিয়ার, ব্যাগাছ এলিভেটর	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
	পাম্পসমূহ	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
০৮	মিল লুব্রিকেশন সিষ্টেম	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে,ও সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে,
০৯	মিল রোলার পিনিয়ন	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
১০	ফাইবারাইজার টারবাইন	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে এফিশিয়েন্সি কমেছে এবং সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে,
১১	জুস হিটারসমূহ	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
১২	জুস ক্লারিফিকেশন সিষ্টেম	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
১৩	ইভাপোরেটরসমূহ	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে মেরামতের ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে, রক্ষনাবেক্ষন ব্যয়

		বেড়েছে,যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে এবং সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে,
১৪	ইভাপোরেটর ও প্যান কনডেনসার সিষ্টেম	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে এফিশিয়েন্সি কমেছে ও মেরামতের ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে,রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেড়েছে,যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে, পুরাতন ডিজাইন বিধায়এফিশিয়েন্সি কম,রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেশি ও পরিচালনা ব্যয় বেশি
১৫	ক্রিষ্টালাইজারসমূহ	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
১৬	এ,বি,সি সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
১৭	সুগার হপার, কুলার, এলিভেটর, ভাইব্রেটর	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
১৮	কম্প্রেসর	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে এফিশিয়েন্সি কমেছে ও সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে।
১৯	হাই ও লো প্রেসার পাইপ লাইন	বেশ কিছু পাইপ পাতলা হয়েছে ।
২০	পাওয়ার টারবাইন	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে এফিশিয়েন্সি কমেছে , যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে,সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে, পুরাতন ডিজাইন বিধায়এফিশিয়েন্সি কম । একটি টারবাইন বিকল হওয়ায় পাওয়ার সরকরাহ অপর্যাপ্ত । ২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন টারবাই স্থাপন প্রক্রিয়াধীন।
২১	বয়লার	স্বাভাবিক রক্ষনাবেক্ষন করে চালানো হচ্ছে
২২	ডিজেল ইঞ্জিন	দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত কারনে এফিশিয়েন্সি কমেছে ,মেরামতের ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে,রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বেড়েছে,যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে উৎপাদন বন্ধের ঝুকি বেড়েছে,এবং সুষ্ঠু মেরামতের অযোগ্য হয়েছে।

বর্তমান চিনিকলসমূহের আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনাসহ উপস্থাপন করুণ :-

- বর্তমানে অত্র চিনিকলটি আধুনিকায়নের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

গবেষণা

চিনিকলে আধুনিক গবেষণাগার রয়েছে কি? যদি না থাকে সে বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করুণ:-

- চিনিকলে কোন গবেষণাগার নাই।
- অত্র চিনিকলে আধুনিক গবেষণাগার তৈরী করলে আখ চাষ সহ চিনি উৎপাদনে সাফল্য পাওয়া যেতে পারে।

চিনি নীতিমালা

ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে? চিনি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে চিনি নীতিমালায়? :-
বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে?:-
বেসরকারী চিনিকলসমূহ সরকারের কাছে কি কি সুবিধা পাচ্ছে আর সরকারী চিনিকলসমূহ কি কি সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনা।:-

পরিবেশ সুরক্ষা

চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?:-

* চিনি কলের সুরক্ষায় যে সব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:
  ক) পতিত জমিতে ফলজ বনায়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সবজির আবাদ করা হচ্ছে ।
  খ) বর্জ্য পানি শোধনের জন্য লেগুনের ব্যবস্থা আছে এবং ইটিপি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন।